পরম করুনাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

কাশ্মীর জিহাদের কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরির সাক্ষাৎকার

(সাক্ষাৎকারটি ১৯৯৯ সালে ইসলামিক ইমারাত আফগানিস্তান থেকে নেওয়া)

মোহাম্মদ ইলিয়াস কাশ্মীরি জম্মু ও কাশ্মীরের একটি স্বশস্ত্র সংগঠনের কমান্ডার ইন চীফ। ছোটবেলা থেকেই কাশ্মীরের পরিস্থিতি তাঁকে জিহাদের দিকে অনুপ্রানিত করলেও গ্রাজুয়েশন পাশ করে মাষ্টার ডিগ্রীতে ভর্তির পর তিনি সক্রিয় জিহাদে অংশগ্রহন করেন। এরপর থেকে আছেন এই পথে। আমার কাবুল অবস্থানকালে এক সংক্ষিপ্ত সফরে তিনি কাবুল এসেছিলেন। এই সূযোগে তাঁর সাথে দেখা। আমি বাংলাদেশী শুনে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি প্রবাহিত করলেন। স্মৃতিচারন করলেন তাঁর শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ শহীদ কমান্ডার আব্দুর রহমান ফারুকীর কথা। দীর্ঘ আলাপ হলো। একসাথে এক প্লেটে বসে খাওয়া-দাওয়া হলো। জানতে চাইলাম কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থার কথা।

বললেনঃ আলহামদুলিল্লাহ! কাশ্মীমেরের মুজাহিদরা বর্তমানে অনেক শক্তিশালী। জম্মু ও কাশ্মীর এই দু'টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত বৃহত্তর কাশ্মীর। প্রথমে আমরা জম্মুকে হাতে রেখে কাশ্মীরে কাজ শুরু করেছিলাম।শত্রুরা যখন তাদের সকল শক্তি কাশ্মীরে নিয়োগ করলো, তখন আমরা জম্মুতে কাজ শুরু করি। সেই প্রথম অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থা অনেক উন্নত। শত্রুরা দিন দিন পরাজয়ের দিকে চলছে। গত বছর ফ্রন্টে থাকা অবস্থায় ভারতীয় এক কর্নেল আমার কাছে পত্র লিখে।যাতে সে অনুরোধ করেছে ' দেখ আমাদের চাকরি মাত্র সাত-আট মাসের হয়ে থাকে।দয়া করে এই সাত-আট মাস তুমি তোমার এলাকায় কাজ করো , আমি আমার এলাকায়। তোমার সাথে আমরা কোন খারাপ ব্যবহার করবো না। তুমিও আমাদের দিকে সুনজর রেখো'। এ থেকেই প্রমানিত হয় ভারতীয় সৈন্যরা আতংকিত। বাস্তবে মানসিকভাবে তাঁরা অত্যন্ত দূর্বল। আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তি যদি ভারতকে সহযোগিতা না করে, তবে উলট-পালট হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কাশ্মীর সমস্যা অব্যাহত আছে। সেখানে মুজাহিদদের তৎপারতাও আমরা লক্ষ্য করছি। অথচ আজ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আফগানিস্তান অল্পদিনে রাশিয়ার মত পরাশক্তিকে পরাজিত করল। আপনারা তাদের মত সফলতা দেখাতে পারছেন না, কারন কি?

ইলিয়াস কাশ্মিরীঃ গেরিলা যুদ্ধের সাফল্যের ব্যাপারটা কোন সময় সীমার মধ্যে আটকানো যায় না। ঘুণপোকা যেমন আস্তে আস্তে খেয়ে ভেতরে ভেতরে নষ্ট করে তেমনি গেরিলা যুদ্ধও আপন গতিতে চলে। গেরিলা যুদ্ধের পাঁচটি স্তর রয়েছে। কাশ্মির জিহাদ বর্তমানে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে রয়েছে। তৃতীয় স্তরের নাম হচ্ছে 'হিট এন্ড রান'। চতুর্থ স্তরে রয়েছে 'মোর্চাবন্ধ' যার পিছনে শক্তি থাকে আর সামনে থাকে শত্রু । দেখুন আল-জাজায়ের দীর্ঘ ত্রিশ বছর যুদ্ধের পর স্বাধীনতা পেয়েছে। গেরিলা যুদ্ধের সময় লাগলেও সফলতা একদিন আসে। কাশ্মীর যুদ্ধ যত দীর্ঘ হচ্ছে, ভারতের ততই ক্ষতি হচ্ছে। কাশ্মীর গেরিলাদের প্রভাবে ভারতের ভেতরে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যেদিন কাশ্মীর স্বাধীন হবে সেদিন দেখবে ভেতরে আরও অনেক কাশ্মীরের জন্ম হয়ে গেছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। কেউ গণতন্ত্রের কথা বলছেন। কেউ ভারত থেকে পৃথক হয়ে উভয় কাশ্মীর নিয়ে স্বাধীন কাশ্মীরের কথা ভাবছেন। কেউ ভারত থেকে পৃথক হয়ে পাকিস্তানের সাথে মিলে যাওয়ার কথাও বলছেন। কেউ কাশ্মীরে পূর্নাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। কেউ বলেন শুধু স্বাধীণতার কথা আপনাদের বক্তব্য কি?

ইলিয়াস কাশ্মিরীঃ আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কাশ্মীরে মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। আমরা কোন প্রকার জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নই। হাদীসে এসেছে 'সকল মুসলমান ভাই-ভাই'। তাই গোটা বিশ্বের মুসলমান আমাদের নিকট সমান। আমরা চাই সকল মুসলমান এক প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াক।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের নেতা চৌধুরী আমানুল্লাহ কাশ্মীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন। গণতন্ত্র সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি?

ইলিয়াস কাশ্মিরীঃ দেখুন গণতন্ত্রের দর্শন হচ্ছে, 'গভর্নমেন্ট অব দ্যা পিপল বাই দ্যা পিপল এন্ড ফর দ্যা পিপল'। আমরা মনে করি এই কথাগুলো সঠিক নয়। এর মাধ্যমে একজন সৎ ব্যাক্তির সাথে একজন জঘন্য ব্যক্তির ব্যবধান থাকে না। গণতন্ত্রে একজন বুজুর্গ শায়খুল হাদীসের যে মূল্য, একজন জঘন্য জাহেল ব্যক্তিরও সেই মূল্য। বাস্তবে তা হতে পারে না। এইটা প্রকৃতিরও খেলাফ। জন্মগতভাবে যদিও সবাই সমান, কিন্তু তাক্বওয়াহ বলে একটা বিষয় আছে। তাক্বওয়াহ হচ্ছে আল্লাহর ভয়। তাই একজন পরহেজগার ব্যক্তির সমান একজন পাপিষ্ঠ হতে পারে না। এই জন্য এই গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাসী নই। এইটা ইসলামি দর্শনকে অবদমিত করে রাখার উদ্দেশ্যে ইহুদী-খ্রীষ্ঠানদের একটি কৌশল। যেখানেই গণতন্ত্র দেখবেন সেখানেই পাবেন শুধু ধোঁকা আর ধোঁকা। ইসলাম কোন প্রকার ধোঁকাকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি না।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ কাশ্মির ইস্যুতে জাতিসংঘের প্রস্তাব ছিল গণভোটের। তা এখনও কার্যকর হয়নি এরপর জাতিসংঘের ভূমিকা কি?

ইলিয়াস কাশ্মিরীঃ জাতিসংঘ বাস্তবে স্বাধীন কোন সংস্থার নাম নয়। মূলত তা ইহুদী-খৃষ্ঠানদের তৈরি একটি প্লাটফরম। এটা একটি প্রাণহীণ ঘোড়া, যার মালিক হচ্ছে আমেরিকা, বিশেষ করে ইহুদিরা। শূরু থেকে আজ পর্যন্ত জাতিসংঘর সমস্ত ভূমিকা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে।দেখুন কিভাবে বসনিয়া, কসোভো, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, চেচনিয়ায় মুসলমানদের হত্যা করা হলো, হচ্ছে । অথচ কেউ হত্যাকারীকে কিছু জিজ্ঞাসাও করছে না। কিন্তু আমেরিকার কিছু হলে জাতিসংঘে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। ইরাকের সামান্য ভুলে গোটা বিশ্ব গর্জে উঠলো। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় জাতিসংঘ হল মুসলিম দমনের এক মহাযন্ত্র। এটাকে ইউনাইটেড ন্যাশান না বলে ইউনাইটেড অফ কুফফার বলতে পারেন। এটা ক্রুসেডের পর মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে। জাতিসংঘ আমাদের কি হেফাজত করবে? আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আমাদের হেফাযতের ব্যবস্থা আমাদেরকেই করতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ জিহাদের পথে আপনার আগমন কিভাবে হলো?

ইলিয়াস কাশ্মিরীঃ দেশের অসহনীয় পরিস্থিতি ছোটবেলা থেকেই আমাকে জিহাদের প্রেরনা দিচ্ছিলো। কিন্তু 'হুব্বুদ দুনিয়া' ছিল প্রতিবন্ধক। কলেজে গ্রাজুয়েশন করার পর মাস্টারস ডিগ্রীর জন্য ভর্তি হই। তখন বিশ্ব মুসলমানের অবস্থা বিশেষ করে আফগানিস্তানের করুন অবস্থা আমার মনে প্রচণ্ড আঘাত করলো। হরকাতুল জিহাদের মাধ্যমে আমি প্রথম জিহাদে আসি। আমার সৌভাগ্য যে তখন এই সংগঠনের কমান্ডার ছিলেন শহীদ মুফতী আব্দুর রহমান ফারুকী (রঃ)। (চোখের পানি মুছতে মুছতে) তাঁর শিষ্যত্ব আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর কছে ছিল শুধু মহব্বত আর মহব্বত। তাঁকে দেখলে সাহাবায়ে কেরাম(রাঃ) এর কথা স্মরন হয়ে যেতো। এই মহান মুজাহিদের মহব্বত আর এখলাসিয়্যাত আমাকে জিহাদের পথে চিরবন্দী করে রাখে।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ শহীদ কমান্ডার মুফতী আব্দুর রহমান ফারুকী (রঃ) আপনার উস্তাদ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের ছেলে। ছোটবেলা তাঁর অতি নৈকট্যলাভের সৌভাগ্য হয়েছে আমারও। ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে তাঁর সাথে আমার আত্মার আত্মীয়তা ছিলো। তাঁর সম্পর্কে একটু বলবেন কি?

ইলিয়াস কাশ্মিরীঃ কিছু লোককে আল্লাহ পাক দুনিয়ায় বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও গুন দিয়ে প্রেরন করেন বলে আমার বিশ্বাস। প্রত্যেক লোকই দুনিয়ায় আসে। কিন্তু এ থেকে কিছু লোককে আল্লাহ বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকেন। আমি মনে করি শহীদ কমান্ডার মুফতী আব্দুর রহমান ফারুকী (রঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ নেয়ামত ছিলেন। যার পদস্পর্শে এই পৃথিবীর অনেক অঞ্চলের মানুষের জিহাদ সম্পর্কে ধারনা পাল্টে গেছে। তিনি এমন অনেক মানুষকে জিহাদের পথে এনেছেন যারা পথভ্রষ্ঠ ছিলো। তিনি এক মহান জেনারেল ছিলেন। ইসলামের এক হিরো ছিলেন। সেই সময়ের উসামা বিন লাদেন ছিলেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ কিভাবে?

ইলিয়াস কাশ্মিরীঃ দেখুন কোথায় বাংলাদেশ আর কোথায় আফগানিস্তান। তিনি বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে সর্বপ্রকার জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজ উসামা বিন লাদেন বা আমরা যা বলছি, বিশ্ব মুসলিম গণজাগরণের জন্য ঐ সময়ে মুফতী আব্দুর রহমান ফারুকী তাই বলতেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ কতৃক প্রেরিত বিশেষ এক ব্যক্তিত্ব। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রথম যেদিন ময়দানে গেলাম, সেদিন এক জাঁদরেল কমান্ডারের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যুদ্ধের পর এই কমান্ডারের সাথে পরিচিত হব। এমন সময় আমার গায়ে গুলি এসে বিঁধলো। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। মাটিতে পড়ে গেলাম। কমান্ডার সাহেব পাশে এসে বললেন, 'পেরেশান নেহি হোনা, পেরেশান নেহি হোনা।' এরপর তিনি সামনে চলে গেলেন। প্রচন্ড লড়াই হল। আমার পাশে ছিল রহমাতুল্লাহ (বাংলাদেশী), তাঁর গায়েও গুলি লাগলো। সে মাটিতে পড়ে গেল। উচ্চ আওয়াজে কালেমা শরীফ পাঠ করে সাথে সাথে শহীদ হয়ে গেল। আমার নাকে এমন সুগন্ধ এসে লাগলো যে মনে হলো আতর-গোলাপের প্লাবন বইছে। আমি আহত অবস্থায় রহমাতুল্লাহর পাশে গেলাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে তাঁর রক্ত মুছে দিলাম। তাঁর সেই রক্তমাখা রুমালটা এখনো আমার কাছে আছে। যা হোক প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুজাহিদরা বিজয়ী হলো। ক্যাম্পে কমান্ডার সাহেব আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। হাসলেন। একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন- 'আয় খোদা তেরি উলফত মে জিন্দেগী ইউ গুজারা কারেঙ্গে... '

আমি কবিতা ভালোবাসতাম না। কিন্তু এই কবিতা আমার মনকে এতই স্পর্শ করলো যে, এরপর থেকে তা প্রায়ই আবৃত্তি করি। এই কবিতা পাঠ করলে আমার শহীদ কমান্ডার আব্দুর রহমান ফারুকীর কথা স্মরন

হয়ে যায়। চোখে অশ্রু এসে যায়। সাথীদেরকে বলি এটা আমার মাহবুবের সুর। সেদিন যুদ্ধে মোট ২৮ জন আহত হয়েছিলো। কিন্তু কমান্ডার সাহেব আমার পাশে এসে কবিতা আবৃত্তি করে তাঁর অকৃত্রিম মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি ছিলো এক নেয়ামত। আব্দুর রহমান ফারুকী এমন এক কমান্ডার ছিলেন, আল্লাহর কসম, সারাজীবন যদি তাঁর কথা বলি তবু শেষ হবে না। মন চায় সারাজনম তাঁর কথা বিরতিহীনভাবে বলে যাই। আমার ধারনা তিনি ফেরেশতা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁকে নিয়ে বাংলার ইতিহাস গর্ব করতে পারে।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রতি আপনার কোন কথা আছে কি?

ইলিয়াস কাশ্মিরীঃ বাংলাদেশী মুসলমানদের সচেতন হওয়া উচিত। বিশ্ব কাফেরদের কুদৃষ্টি বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতি। আমরা কাশ্মিরীরা বাংলাদেশী মুসলমানদের ভাই। বাংলাদেশী মুসলমানদের উচিত আমাদের এই সংকটময় মূহুর্তে আমাদের পাশে এসে দাঁড়নো। আমি কাশ্মীরের মজলুম নির্যাতিত মানুষগুলোর পক্ষ থেকে বলছি, বাংলাদেশীদের স্মরন রাখতে হবে, কাশ্মীরের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করছে ভারতের আশ-পাশের দেশগুলোর স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা।

বাংলায় নিয়মিত পৃথিবীব্যাপী মুজাহিদদের খবর পেতে বাব-উল-ইসলাম ফোরামের বাংলা বিভাগে চোখ রাখুন।

ফোরামের বাংলা বিভাগ দেখার ঠিকানাঃ

http://bab-ul-islam.net/forumdisplay.php?f=66

ফোরামে যোগ দেওয়ার ঠিকানাঃ

http://bab-ul-islam.net/register.php

পরিবেশনায়

মুহাম্মদ বিন কাসিম মিডিয়া